দৈনিক
ইত্তেফাক

11 JAN

বাংলাদেশের ১০ শিক্ষার্থীর চীন জয়

আগামীর প্রযুক্তির তারকা

সমীর কুমার দে

আজকের বীজ, কাল চারা গাছ আর তারপরই ফলবতী বৃক্ষ। এ বিষয়টিকেই সামনে নিয়ে প্রযুক্তিপণ্য নির্মাতা প্রতিষ্ঠান হুয়াওয়ে শিক্ষার্থীদের নিয়ে কাজ শুরু করেছে। আর এই কাজটার নাম দেওয়া হয়েছে 'সিডস ফর দ্য ফিউচার'। হুয়াওয়ে দেশের খ্যাতনামা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে প্রযুক্তি বিষয়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সেরা শিক্ষার্থীদের বেছে নেয় যে প্রক্রিয়ায়- এই পুরো প্রক্রিয়াটাই হলো 'সিডস ফর দ্য ফিউচার' প্রোগ্রাম। এবারও এই প্রক্রিয়ায় তিনটি উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ১০ জন শিক্ষার্থীকে বেছে নেওয়া হয়। হাঙ্গেরি ও সালভাদরের ১৫ শিক্ষার্থীর সঙ্গে চীনের বেইজিং ও সেনজেন শহরে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগ দেয়, বাংলাদেশেরও ১০ শিক্ষার্থী।

আগামী দিনের প্রযুক্তির তারকা খুঁজতে চীনের সেনজেনে বসেছিল 'সিডস ফর দ্য ফিউচার-২০১৬' আয়োজন। বিশ্বের ৪৫টি দেশের আঞ্চলিক প্রতিযোগিতার বিজয়ীরা সারাবছর জুড়ে বিভিন্ন সময়ে অংশ নেয় এই প্রতিযোগিতায়। এই আয়োজনে এবার নিয়ে টানা তিনবার অংশ নিল বাংলাদেশ। সেনজেনে বছরব্যাপী এই প্রতিযোগিতার পর চূড়ান্ত পর্ব অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশের এই দলে ছিলেন, বুয়েটের শেখ নাসিফ ইমতিয়াজ, ওয়াসিফ আদনান খান, জাফির সাফি চৌধুরী ও সৈয়দ তানজিন মুবাররাত, চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্র ভট্টাচার্য ও মো. রাফি ইসলাম এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিশাত আরা নিপা, উম্মুল আফিয়া শাম্মী, তাসফিয়া কবির ও সৈয়দ মাহির তাজওয়ার।

২৪ অক্টোবর থেকে বেইজিং থেকে শুরু হয় প্রতিযোগিতা। ৪ নভেম্বর পর্যন্ত চীনে হুয়াওয়ের প্রধান কার্যালয়সহ অন্য কার্যালয় ঘুরে দেখারও সুযোগ পান তারা। তথ্যপ্রযুক্তি খাতের যুগান্তকারী উদ্ভাবন, উন্নয়ন ও অগ্রগতি ঘুরে দেখার মাধ্যমে বিজয়ীরা অনেক কিছু শিখতে পারেন। প্রতিযোগিতার সমাপনী পর্বে নিজ দেশের সংস্কৃতি উপস্থাপনের সুযোগ পেয়েছিলেন সব দেশের শিক্ষার্থীরা। সেখানে বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের নাচ, গান, অভিনয়সহ সামগ্রিক দক্ষতা উপস্থিত সবার কাছে প্রশংসা পায়। বাংলাদেশের পক্ষে শেখ নাফিস ইমতিয়াজ চমৎকারভাবে তুলে ধরেন সিডস ফর দ্য ফিউচার জার্নির কথা। তিনি বাংলাদেশ দলের অর্জন, চীনের সঙ্গে সাংস্কৃতিক বিনিময়, ঐতিহ্য সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ, প্রযুক্তি পরিবেশের সঙ্গে কিভাবে খাপ খাইয়ে নিতে হয় তা প্রাঞ্জল ভাষায় তুলে ধরেন।

হুয়াওয়ে টেকনোলজিস বাংলাদেশের চীফ টেকনোলজি অফিসার কলিন সী বলেন, 'প্রযুক্তির উৎকর্ষতায় বাংলাদেশি মানুষের দৈনন্দিন সমৃদ্ধশালী জীবনধারা' স্লোগানকে সামনে রেখে বাংলাদেশের তরুণ প্রজন্ম ও শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে নতুন ধারণার পাশাপাশি আইসিটি সল্যুশনস খুঁজছে হুয়াওয়ে। বিশ্বব্যাপী 'সিডস ফর দি ফিউচার'-এর অভাবনীয় সাফল্যে আমরা গর্বিত। আইসিটি ইনস্টিটিউটগুলোর সঙ্গে হাতে-কলমে শিক্ষা এবং কর্মক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় দক্ষতার মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরির লক্ষে সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে এই প্রজেক্ট সাজান হয়েছে।

প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া বাংলাদেশ বুয়েটের ইলেক্ট্রিক্যাল ও ইলেক্ট্রনিকস বিভাগের স্নাতক শেষ বর্ষের শিক্ষার্থী জাফির শাফি চৌধুরী জানান, শিক্ষাজীবনে তার গবেষণার বিষয় ছিল ফাইভ-জি। শুধু তাত্ত্বিক জ্ঞানকে আধেয় করে তিনি এগিয়ে যাচ্ছিলেন। ব্যবহারিক জ্ঞানের চর্চার সুযোগ না থাকায় বিষয়টি তার আয়ত্তে থাকলেও ছিল অধরা। হুয়াওয়ে তাকে বিষয়টি ধরার সুযোগ করে দিয়েছে। এটা তার কাজের জন্য বড় একটি প্লাটফর্ম হবে।

সমাপনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন- সিডস ফর দ্য ফিউচার প্রকল্প পরিচালক ঝান পিং জিয়ান ও হুয়াওয়ের প্রধান কার্যালয়ের সিনিয়র কর্মকর্তা শিন শিহুই। ইত্তেফাকের সঙ্গে আলোচনায় বাংলাদেশ দলের নাসিফ, ওয়াসিফ, নিপা, অভ্র, জাফির সিডস ফর দ্য ফিউচার-২০১৬ প্রতিযোগিতা নিয়ে বলেন তাদের মুগ্ধতার কথা। এই আয়োজন তাদের আরো বড় করে চিন্তা করতে, বড় প্লাটফর্মে যেতে সহযোগিতা করবে বলে জানাতেও ভুললেন না তারা।

> আইসিটি ইনস্টিটিউটগুলোর সঙ্গে হাতে-কলমে শিক্ষা এবং কর্মক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় দক্ষতার মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরির লক্ষে সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে এই প্রজেক্ট সাজান হয়েছে